## পি. কে নারায়ন পিল্লাই ঃ

ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মত বিংশ শতকে কেরালাও সাহিত্য জগতে অসংখ্য সাহসী কবিদের উপহার দিয়েছে, সংস্কৃত সাহিত্যের বৃদ্ধি, প্রচার ও প্রসারে যাদের অবদান চিরস্মরণীয়। 'ধর্মসাগর' গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ পি.কে নারায়ন পিল্লাই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একাধারে সংস্কৃত সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক আবার অপরপক্ষে কেরালার একজন স্বনামধন্য শিক্ষকও ছিলেন। ডঃ পিল্লাই ১৯১০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কেরালার তিরুওলা স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী টি. গোডে বর্মা ছিলেন তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন লক্ষ্মী আম্মা। শ্রীমতী কে. কমলাম্মা-র সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন, যিনি তিরুবনন্তপুরমের জেলাশাসক প্রয়াত এন.এস রমন পিল্লাই-এর সুযোগ্যা কন্যা ছিলেন। ডঃ পিল্লাই মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪ সালে স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করেন। পুনরায় ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৬ সালে মালয়ালম বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে প্রথমস্থান অধিকার করেন। ১৯৪৪ সালে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল বৈদিক সাহিত্য। ~~শিক্ষা~~-ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য বিভিন্ন সময়ে বহু পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। যেমন তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শ্রী গোদাবরী' পুরস্কার এবং কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'কেরালা ভার্মা' স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত হন। কাব্য-সাহিত্যে তাঁর অনন্য সাধারণ গবেষণার জন্য তিনি বিবেকানন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হন। এছাড়াও কেরালা সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। অযোধ্যার সংস্কৃত একাদেমী তাঁকে 'বিদ্যাভূষণম্' উপাধিতে ভূষিত করেন। উত্তরপ্রদেশ সংস্কৃত একাদেমী তাঁকে 'কালিদাস' পুরস্কারে ভূষিত করেন। এছাড়াও ১৯৮২ সালে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৮৫ সালে একজন প্রখ্যাত সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত হন। তিনি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত এবং মালয়ালম ভাষার অধ্যাপক হিসাবে যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেছেন। ডঃ পিল্লাই সংস্কৃত, মালয়ালম এবং ইংরেজী ভাষায় অসংখ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। সংস্কৃত ও মালয়ালম ভাষায় লেখা অনেক প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের তিনি সম্পাদনা

Scanned by CamScanner

করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় ডঃ পিল্লাই-এর ১২টি মূল রচনা হল — 'চিত্তভমিকাস্তবঃ' (১৯৫০), 'শ্রীবল্লভেশসুপ্রভাতম্' (১৯৭৪), 'ধর্মশাস্তৃস্তবঃ' (১৯৭৪), 'শ্রীকোনাদ্রীশস্তবঃ' (১৯৭৫), 'শবরিগিরিকীর্তনম্' (১৯৭৫), 'কন্যাকুমারীম্ ভজে' (১৯৭৫), 'ভজরামকৃষ্ণম্' (১৯৮১), 'ময়ূরদূতম্' (অনুবাদ-১৯৮৪), 'বিমলানন্দসপ্তকম্' (১৯৭৪), 'বিবেকানন্দস্তোত্রম্' (১৯৮৬), 'বিশ্বভানু' (১৯৮৮), 'ধর্মসাগরঃ' (১৯৮৮)। তাঁর পাঁচটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ হল — 1. Non-Ṛgvedic Mantras in marriage ceremony (1958)। 2. Kālidāsa – An assessment by Ananda Vardhana (1974)। 3. Mīmāṁsā in Kerala (1951) 4. The Ṛgvedic Padapātha : A study (1947)। 5. Mantras cited by Pratikar in the Aitareya Brāhmana.

'বিশ্বভানু' হল একটি পদ্যকাব্য, যা সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং এর ইংরেজী অনুবাদও রয়েছে। এটি স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবন নিয়ে লেখা। এখানে 21টি অধ্যায় রয়েছে। এই গ্রন্থটি ১৯৭৯ সালে তৎকালীন কেরালা সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়। 'ময়ূরদূতম্' কাব্যটি মূলত মালয়ালম কাব্যের সংস্কৃত অনুবাদ। মূল কাব্যটি হল 'ময়ূরসন্দেশ', কাব্যটি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত, যেখানে মোট ১৪১টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত কাব্যটির মূলবিষয়বস্তু হল ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরত্ব-ব্যঞ্জক কাহিনী।

'ধর্মসাগরঃ' ও 'বিশ্বভানুঃ' - হল তাঁর রচিত দুটি সংস্কৃত মহাকাব্য। দুটি মহাকাব্যেরই বিষয়বস্তুগত সামঞ্জস্য অনেকাংশেই পরিলক্ষিত হয়। মহাকাব্য দুটি মূলত গুরু-শিষ্য জীবনী অবলম্বনে রচিত। 'ধর্মসাগর'-এ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী বর্ণিত হয়েছে যেখানে তাঁর অন্যতম ভক্ত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তিনি ছিলেন মুখ্য চরিত্র। একইভাবে 'বিশ্বভানু'-তে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত প্রতিফলিত হয়েছে। যেখানে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মুখ্য চরিত্ররূপে দেখানো হয়েছে।

এই বহুমুখী কর্মশক্তিসম্পন্ন জীবনীর জীবনাবসান ঘটে ২০শে মার্চ ১৯৯০ সালে, মাত্র ৮০ বছর বয়সে। যাই হোক সংস্কৃত-সাহিত্যাকাশে তাঁর অনবদ্য অবদান 'বিশ্বভানুঃ' ও 'ধর্মসাগরঃ' - মহাকাব্য দুটির ঐতিহাসিক মূল্য ও দার্শনিক ভাবাদর্শ যুগ-যুগ ধরে ভারতীয় চিন্তন ও মননে এক ধর্মীয় ঐকতানের বাতাবরণ সৃষ্টি করে চলেছে।

Scanned by CamScanner